দৈনিক সংবাদ

২০৭

তারিখ 21 JAN 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ২ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ

টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো ঃ তদন্ত রিপোর্ট

হাফিজুর রহমান কার্জন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দু'জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটি একথা বলেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেছে।

কমিটি মতামত ব্যক্ত করে বলেছে, সাক্ষ্য প্রমাণ ও বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি মনে করে যে, অধ্যাপক মাহবুবুল আলম টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো ও ছাত্রছাত্রীদের তার বাসায় বসিয়ে খাতায় উত্তর লিখতে সাহায্য করার মত অপরাধের সাথে জড়িত আছেন যা ছাত্রছাত্রীরা লিখিতভাবে ও সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ কমিটি সত্য বলে মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে তার নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। তার এ কার্যকলাপ শিক্ষক সমাজ, অর্থনীতি বিভাগ এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে। তাই অধ্যাপক এ, এইচ, এম মাহবুবুল আলমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনসম্মত পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

কমিটি বলেছে, কমিটি মনে করে যে অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ খানের বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নম্বর বাড়ানোর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা না গেলেও একাজের জন্য অর্থ গ্রহণের অভিযোগের সত্যতা আছে। ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ সম্পর্কে ছাত্ররা লিখিতভাবে ও সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে যে পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাকে টাকা দিয়েছে এবং পরবর্তীতে চাপের মুখে তিনি তাদের টাকা ফেরত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক হারুন সাক্ষাৎকারে টাকা ফেরত দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে টাকা গ্রহণের কথা অস্বীকার করেন। তিনি জানান যে, বিভিন্নভাবে পরিস্থিতির শিকার হয়ে তিনি তাদেরকে টাকা দিতে বাধ্য হন। এ ব্যাপারে সুপারিশঃ নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রিপোর্ট ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৩

রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক অথবা বস্তুগত সুবিধা গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। অন্য দিকে অধ্যাপক হারুনের বিরুদ্ধে আনীত মেয়েদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য বা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ খুবই নিন্দনীয় বলে কমিটি মত প্রকাশ করে।

অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এ,এইচ, এম মাহবুবুল আলম এবং অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ খানের অব্যাহত দুর্নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী অসৎ কার্যকলাপ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাদের কুকীর্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও উপাচার্যের কাছে অভিভাবকবৃন্দ আবেদন জানান। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থনীতি বিভাগের ১৮ জন শিক্ষক উপাচার্যের কাছে আবেদন জানান। একই দাবিতে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মৌন মিছিল করে এবং শিক্ষকরা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মাহবুবুল আলম এবং অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ খানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য সিন্ডিকেট ১৯৯৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন ঃ ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, অধ্যাপক মনিরুল হক, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। কমিটি মোট ১২টি সভায় মিলিত হয়ে ১১ জন শিক্ষক এবং ২৯ জন ছাত্রছাত্রী-কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। অর্থনীতি বিভাগের যে ১১ জন শিক্ষক সাক্ষ্য দেন তারা হচ্ছেনঃ অধ্যাপক মনোওয়ার উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী/ অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আবুল বারাকাত, ডঃ সুশীল রঞ্জন হালদার, ডঃ শফিকউজ্জামান, সৌমী মোস্তফা, নুবান আহমদ, এ, কে, এম মাহবুব মোরশেদ ও কাফি বিল্লাহ। উল্লেখ্য, তরুণ শিক্ষক নুবান আহমদ সম্প্রতি নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। তার দেয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল বলে জানা গেছে।

তদন্ত কমিটি বলেছে, সাক্ষাৎকারদানকারী শিক্ষক ও ছাত্রদের মতে অধ্যাপক মাহবুবুল আলম যে কৌশল অবলম্বন করতেন তা হচ্ছে ঃ অধ্যাপক মাহবুব এম, এস, এস শেষ পর্বের ৪০২ নম্বর কোর্স অর্থাৎ "অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা" বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ান। এটি একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। ক্লাসের শুরুতেই তিনি ছাত্রবৃন্দকে জানাতেন যে ইনকোর্স পরীক্ষার নম্বর তিনি যা খুশি তাই দিতে পারেন। স্ট্র্যাটেজি হিসেবে তিনি প্রথম পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের খুব কম নম্বর দিতেন। পরবর্তীতে তিনি টাকার বিনিময়ে নম্বর বাড়াতেন। কারণ ইনকোর্স পরীক্ষায় তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন এবং নিজেই খাতা দেখেন।

উল্লেখ্য, ইনকোর্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় পরীক্ষক নিয়োগ করা হয় না। তিনি পরীক্ষায় এমন সব প্রশ্ন করেন যা তিনি কখনো পড়াননি। তাই সংগত কারণেই ছাত্রছাত্রীরা কম নম্বর পায় অথবা তাদেরকে কম নম্বর দেয়া হয়। তার ইনকোর্সে প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীই খারাপ করে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে আগেই বলে দিতেন 'তোমাদের ইনকোর্স পরীক্ষার ফলাফল ভাল করতে হলে তোমরা পূর্বেই আমার সাথে যোগাযোগ কর। ইনকোর্স পরীক্ষার ব্যাপারে অন্য কারো কোন হাত নেই। আমি যা করব তাই হবে। আমি তোমাদের ইচ্ছে করলে শূন্যও দিতে পারি, আবার ৩০-এর মধ্যে ২৯ও দিতে পারি।" এভাবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করতেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা তার সাহায্যের জন্য তার সাথে যোগাযোগ করে। ছাত্রছাত্রীরা তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ইনকোর্স পরীক্ষার খাতা নতুন করে লিখিয়ে নিতেন এবং নম্বর বাড়িয়ে দিতেন। এ জন্য তিনি তাদের কাছ থেকে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা গ্রহণ করতেন।

এ জন্য কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার ব্যাপারেও তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে তার সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দিতেন। তিনি একবার অর্থনীতি গবেষণা ব্যুরোর কক্ষে খোলামেলাভাবে এ ধরনের পরামর্শ দান করেন বলে ছাত্রছাত্রীরা সাক্ষাৎকারে জানায়। তিনি এ কাজের জন্য ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কতিপয় এজেন্টও নিয়োগ করেন।

কোর্স ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য যারা তার সাথে যোগাযোগ করেছে তাদের কাছ থেকে তিনি ২ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন বলে সাক্ষাৎদানকারীরা জানিয়েছে। টাকার বিনিময়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে তার বাসায় বসিয়ে উত্তরপত্রে প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়েছেন। এ জন্য আগেই তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে বলে দেন যেন তারা উত্তরপত্রে কিছু সাদা কাগজ রেখে দেয় যাতে করে তারা পরে উত্তরপত্রের ঐ খালি জায়গায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে। যেসব ছাত্রছাত্রী তাকে সরাসরি টাকা দিয়েছে এবং টাকার বিনিময়ে তার বাসায় বসে উত্তরপত্রে প্রশ্নের উত্তর লিখেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হারুনুর রশিদ তালুকদার, বেগম মঞ্জুরা মমতাজ, মোঃ সাইফুল হোসেন ও উম্মে সালমা কবির।

উপরোক্ত পরীক্ষার্থী ছাড়া আরও ১৫ জন পরীক্ষার্থী যারা টাকার বিনিময়ে অধ্যাপক মাহবুবের বাসায় বসে খাতায় পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখেছে এবং কোন পর্যায়ে ধরা পড়ায় তাদের ফলাফল এখনও স্থগিত আছে। কমিটি বলেছে, অর্থনীতি বিভাগের অন্যতম শিক্ষক অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ খান সম্পর্কে সাক্ষাৎদানকারী শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যরা বলেন যে, অধ্যাপক হারুন এম, এ ক্লাসে একটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়াতেন। এই বিষয়ে যারা ছাত্রছাত্রী তাঁদের নিকট থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেন অথবা ছাত্রছাত্রীদেরকে অধিক নম্বর দেয়ার আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে টাকা নিতেন। সাক্ষাৎকারদানকারীদের নিকট থেকে জানা যায় যে, তিনি আলমগীর নামক একজন ছাত্রের কাছ থেকে নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে মোট ১৫ হাজার টাকা নেন। আলমগীর সাক্ষাৎকারে টাকা প্রদানের কথা স্বীকার করেছে। অধ্যাপক হারুন পরবর্তীতে চাপের মুখে বিভাগের ৩ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে সমুদয় টাকা ফেরত দেন।

কমিটির রিপোর্টে বলা হয় ঃ অধ্যাপক হারুনের বিরুদ্ধে আনীত মেয়েদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে তেমন কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে লেকচার থিয়েটারে তার কক্ষে মেয়েদের যাতায়াত ছিল বলে সাক্ষাৎকারদানকারীরা জানিয়েছেন।